স্বালাতে মুবাশ্শির

বিভাগ/অধ্যায়ঃ বিত্ৰ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবদুল হামীদ ফাইযী

বিতরের সময়

বিতরের সময় এশার পর থেকে নিয়ে ফজরের আগে পর্যন্ত। মহানবী (ﷺ) বলেন, “আল্লাহ তোমাদেরকে একটি অতিরিক্ত নামায প্রদান করেছেন। আর তা হল বিতরের নামায সুতরাং তোমরা তা এশা ও ফজরের মধ্যবর্তী সময়ে পড়ে নাও।” (আহমাদ, মুসনাদ, সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী ১০৮নং)

সাহাবী গুয়াইফ বিনহারেস বলেন, একদা আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, ‘--- নবী (ﷺ) বিতরের নামায প্রথম রাত্রিতে পড়তেন, নাকি শেষ রাত্রিতে?’ তিনি বললেন, ‘কখনো তিনি প্রথম রাত্রিতে বিত্ৰ পড়তেন, আবার কখনো শেষ রাত্রিতে।’ আমি বললাম, ‘আল্লাহ্ আকবার! সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি (দ্বীনের) ব্যাপারে প্রশস্ততা রেখেছেন।---’ (মুসলিম, আব্দুদাউদ, সুনান ২০৯, ইবনে মাজাহ, সুনান, মিশকাত ১২৬৩নং)

অবশ্য যে ব্যক্তি মনে করে যে, সে শেষ রাতে উঠতে পারবে না, তার জন্য উত্তম হল প্রথম রাতে বিত্ৰ পড়ে ঘুমানো। পক্ষান্তরে যে মনে করে যে, সে শেষ রাতে উঠতে পারবে তার জন্য উত্তম হল শেষ রাতে বিত্ৰ পড়া।

মহানবী (ﷺ) বলেন, “যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, সে শেষ রাতে উঠতে পারবে না, তার জন্য উত্তম হল প্রথম রাতে বিত্ৰ পড়ে নেওয়া। পক্ষান্তরে যে ধারণা করে যে, সে শেষ রাতে উঠতে পারবে তার জন্য উত্তম হল শেষ রাতে বিত্ৰ পড়া। কারণ, শেষ রাতের নামাযে ফিরিশ্তা উপস্থিত হন এবং এটাই হল শ্রেষ্ঠতম।” (আহমাদ, মুসনাদ, মুসলিম, তিরমিযী, সুনান, ইবনে মাজাহ, সুনান, মিশকাত ১২৬০নং)

একদা তিনি হযরত আবু বাক্‌র (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কখন বিত্ৰ পড়?” আবু বাক্‌র (রাঃ) বললেন, ‘প্রথম রাতে এশার পরে।’ অতঃপর তিনি হযরত উমার (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, “আর উমার তুমি?” উমার (রাঃ) বললেন, ‘শেষ রাতে।’ পরিশেষে তিনি বললেন, “কিন্তু তুমি হে আবু বাক্‌র! স্থির-নিশ্চয়তা অবলম্বন করে থাক। আর তুমি হে উমার! (শেষ রাতে উঠার পূর্ণ) আত্মবিশ্বাস গ্রহণ করে থাক।” (আহমাদ, মুসনাদ, আব্দুদাউদ, সুনান, হাকেম, মুস্তাদরাক)

শেষ জীবনে মহানবী (ﷺ) শেষ রাতেই বিত্ৰ পড়তেন। কেননা, সেটাই ছিল উত্তম। এতদসত্ত্বেও তিনি তাঁর একাধিক সাহাবীকে স্থির-নিশ্চয়তা অবলম্বন পূর্বক প্রথম রাতে বিত্ৰ পড়ে নিতে বিশেষ উপদেশ দিতেন। যেমন উপদেশ দিয়েছিলেন হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ)-কে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১২৬২নং) হযরত সা’দ বিন আবী অক্কাস (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর মসজিদে এশার নামায পড়ে এক রাকআত বিত্ৰ পড়ে নিতেন। তাঁকে বলা হল, ‘আপনি কেবল এক রাকআত বিত্ৰ পড়েন, তার বেশী পড়েন না (কি ব্যাপার)?’ তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, “যে ব্যক্তি বিত্ৰ না পড়ে ঘুমায় না, সে হল স্থির-নিশ্চিত মানুষ।” (আহমাদ, মুসনাদ)

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=3028>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন